মায়ের
অনুশোচনা
Bangla
শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত
দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়টি "নেকীর দাওয়াত" এর ৫৮৫-৬০১ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

মায়ের অনুশোচনা

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এই রিসালা "**মায়ের অনুশোচনা**" পড়ে বা শুনে নিবে তার পিতামাতা যেনো তার উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং তার পিতামাতাসহ তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা আমার উপর ১০ বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ লাভ করবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৬১, হাদীস: ২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রকৃত মাদানী মুন্নার খোদাভীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেমন স্পর্শকাতর যুগ এসে গেলো যে, বর্তমানে অধিকাংশ পিতামাতা "স্নেহ নামক ধ্বংস" এর মাধ্যমে নিজের হাতেই নিজের সন্তানকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করছে, এমনকি

www.dawateislami.net

যদি সন্তান নিজে থেকে সংশোধন হতে চায়, তবুও তার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়, এরূপ পিতামাতারা যেনো এ কথাই ঘোষণা করছে: "আমরা জাহান্নামে একা কেন যাবো, আমাদের সন্তানদেরকেও সাথে নিয়ে যাবো (مَعَاذَ الله)।" এমন এক যুগ ছিলো যে, **খোদাভীতি** সম্পন্ন মায়ের দয়াদ্র কোলে লালিত এবং রাসূল প্রেমী পিতার স্নেহের ছায়ায় প্রতিপালিত হওয়া মাদানী মুন্না সমাজে এমন প্রভাব রেখে যেতো যে, তাদের হৃদয়গ্রাহী কর্ম আজও আমাদের হৃদয় মোহিত করে নেয়, যেমনটি চার বছরের এক মাদানী মুন্না সৈয়দজাদা বাজারের মাঝেই অঝোর নয়নে কাঁদছিলো, কোন ভদ্রলোক আওলাদে রাসূলের সেবার প্রেরণায় আগ্রহী হয়ে বললেন: শাহজাদা! কি হয়েছে? যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তবে আদেশ করুন, এখনই হাজির করছি। একথা শুনে মাদানী মুন্নার কান্নার আওয়াজ আরো বেড়ে গেলো এবং বললো: চাচাজান! **আল্লাহ পাকের** গযব ও জাহান্নামের ভয়ে মন ভেঙ্গে যাচ্ছে! সেই ভদ্রলোক স্নেহভরে আরয করলো: শাহজাদা! আপনি খুবই ছোট, এই বয়সেই এতো ভয় কেনো? শান্ত হোন শিশুদের আযাব দেয়া হবে না। এ কথা শুনে মাদানী মুন্নার ভয় আরো বেড়ে গেলো এবং কাঁদতে কাঁদতে বললো: চাচাজান! আমি দেখেছি যে, বড় বড় কাঠে আগুন লাগানোর জন্য এর আশেপাশে ছোট ছোট খড়-খুটোর ইন্ধন দেয়া হয়, খড়-খুটো দ্রুত আগুন জ্বালিয়ে দেয় আর এ সুবাদে বড় বড় কাঠসমূহও জ্বলে ওঠে! আমি ভয় করছি যে, আবু জাহেল ও আবু লাহাবের মতো বড় বড় কাফেরকে জাহান্নামে জ্বালানোর জন্য ইন্ধন হিসাবে না আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন সেই চার বছরের মাদানী মুন্নাটি কে ছিলেন? তিনি আর কেউ নন! আমাদের ভগ্ন-হৃদয়ের ভরসা ও পবিত্র আহলে বাইতের নয়নের মণি হযরত

www.dawateislami.net

ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন। (আনিসুল ওয়ায়িজীন, ৭৫ পৃষ্ঠা)

তেরী নসলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা
তু হে এ্যয়নে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা (হাদায়িকে বখশীশ: ২৪৬)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার প্রিয় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পংক্তিতে বলেছেন: ইয়া নূর আল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি তো নূরই বরং নূরুন আলা নূর (অর্থাৎ নূরের উপর নূর)। **আপনার** মোবারক বংশে কিয়ামত পর্যন্ত যত শিশু আসবে অর্থাৎ সৈয়দ বংশীয়, তাঁরাও সবাই নূর। **হে নূরানী রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আপনার** সকল বংশধরই নূর, নূর ব্যস নূর।

নুর আন্দর নূর বাহার ঘর কা ঘর সব নূর হে
আ'গেয়া ওহ নূর ওয়ালা জিস কা সারা নূর হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনের ব্যাপারে নিরুৎসাহিতকারী মায়ের আফসোস

পিতামাতার উচিত, নিজের সন্তানকে শুরু থেকেই নেকী ও সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশ দান করা, অন্যথায় অসৎ সাহচর্যের কারণে বিগড়ে যাওয়া অবস্থায় বাজি হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) কে তার বড় বোন বলেছেন: এক ইসলামী বোন তার সন্তানের সংশোধনের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে বলেছে, বেচারী বলছিলো, হায়! আমি নিজেই তাকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদরাসাতুল মদীনায় হিফযের উদ্দেশ্যে তো দিয়েছিলাম, কিন্তু বেচারা

www.dawateislami.net

যেসব সুন্নাত ইত্যাদি শিখে আসতো তা ঘরে এসে বলতো, তখন আমরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতাম। অবশেষে তার মন ভেঙ্গে গেলো আর সে মাদরাসাতুল মদীনায় যাওয়া ছেড়ে দিলো। এখন খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে মিশে বখাটে হয়ে গেছে, সৌভাগ্য ক্রমে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশ পেয়ে গেছি, এখন আমি খুবই আফসোস করছি, হায়! আমার কি হবে!

সোহবতে চালেহ তুরা চালেহ কুনদ সোহবতে তালেহ তুরা তালেহ কুনদ

(অর্থাৎ উত্তম সাহচর্য তোমাকে উত্তম বানিয়ে দিবে, খারাপ সাহচর্য তোমাকে খারাপ বানিয়ে দিবে)

সুন্নাতে ভরা ইজতিমার ফযীলত

নিজের সন্তানকেও দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের উৎসাহ দিন আর নিজেও উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন, এরূপ ইজতিমার বরকতের কথাই বা কি বলবো! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন এমন কিছু লোক থাকবে; যারা আম্বিয়াও নন, শহীদও নন, (কিন্তু) তাদের চেহারার নূর দর্শকদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে। আম্বিয়া ও শহীদগণ তাদের মর্যাদা ও **আল্লাহ**র নৈকট্য দেখে আনন্দ প্রকাশ করবে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কোন (সৌভাগ্যবান) হবে? ইরশাদ করলেন: তারা বিভিন্ন গোত্র ও এলাকার লোক হবে, যারা (দুনিয়ায়) **আল্লাহ পাকে**র যিকিরের জন্য একত্রিত হতো এবং পূতঃপবিত্র বিষয়গুলো এমনভাবে খুঁজে নিতো, যেমনিভাবে কোন খেজুর আহারকারীরা ভালো খেজুর খুঁজে থাকে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব লিল মুনজিরী, ২/২৫২, হাদীস: ২৩৩৪)

www.dawateislami.net

ইয়াকিনান মুকাদ্দার কা ওয় হে সিকান্দার
জিসে খেয়র সে মিল গেয়া মাদানী মা'হোল
ইহাঁ সুন্নাতেঁ সিখনে কো মিলে গী
দিলায়ে গা খউফে খোদা মাদানী মা'হোল

(ওয়াসাইলে বখশীশ, ৬০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উদাসীন যুবক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **খোদাভীতি**তে মনকে কাঁপাতে, ইশ্‌কে মুস্তফায় রূহকে ছটফট করাতে, গুনাহের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে, নেকীর প্রেরণা বৃদ্ধি ও নিজেকে সুন্নাতের অনুসারী বানানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রতিমাসে কমপক্ষে তিনদিনের মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন এবং নেক আমল অনুযায়ী আমল করে জীবনের দিনরাত অতিবাহিত করুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে একটি "মাদানী বাহার" শুনাই। যেমনটি; **গুলজারে তাইয়্যেবা**র (সরগোধা, পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাই তার তাওবার ব্যাপারে বর্ণনা করেছে, যার সারাংশ উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পবিত্র ও সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার পূর্বে আমি তারুণ্যের উচ্ছৃঙ্খলতায় ভবঘুরে বন্ধুবের সাহচর্যে আমার জীবনের মূল্যবান মূহুর্তগুলো নষ্ট করছিলাম, সমাজে প্রচলিত এমন কোন গুনাহ নেই, যাতে আমি লিপ্ত ছিলাম না, মেয়েদের পিছু নেয়া, তাদের কটুক্তি করা, রাত ক্লাবে আর দিন তাস ও বিলিয়ার্ড খেলে নষ্ট করা, পরিবার বুঝালে মুখে মুখে কথা বলা

www.dawateislami.net

আমার নিত্যদিনের স্বভাব হয়ে গিয়েছিলো। জীবন এভাবেই গুনাহে ভরা উদাসীনতায় কাটছিলো, সৌভাগ্যক্রমে এক আশিকে রাসূলের **একক প্রচেষ্টার** বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশ পেয়ে গেলাম। আশিকানে রাসূলের সাহচর্যে আমি নেকীর উপর আমল করা ও গুনাহ থেকে দূরে থাকার প্রেরণা পেলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি চেহারায় দাঁড়ি মোবারক সাজিয়ে নিলাম এবং মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলাম, দ্বীনি কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার মাদানী পুস্তিকা অলিতে গলিতে এবং ঘরে ঘরে গিয়ে বিতরণ করারও মানসিকতা সৃষ্টি হলো।

মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো কর ইখলাস এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই মাদানী বাহারের প্রেক্ষিতে নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! "**একক প্রচেষ্টা**" এরও কিরূপ বাহার! গুনাহে ডুবে থাকা উদাসীন যুবক ইশ্‌কে **রাসূলে** বিভোর হয়ে গেলো। আমাদেরও প্রত্যেকের উপর একক প্রচেষ্টা করতে থাকা উচিৎ, কেউ আমাদের কথা মানুক না মানুক, আমাদের বুঝানোর সাওয়াব তো কোথাও যাবে না! আমাদের **একক প্রচেষ্টার** কারণে যদি কেউ সঠিক পথে এসে যায়, তবে اِنْ شَآءَ الله আমাদের তরী পার হয়ে যাবে। **অসৎ সাহচর্য** থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিৎ, কেননা এর কারণে মানুষ বিগড়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় আর অপরদিকে **উত্তম সাহচর্য** খুবই উত্তম সুফল বয়ে আনে। যেমনটি; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "আচ্ছে মা'হল কি বরকতেঁ" এর ১৮-১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: একটি হাদীস শরীফে রয়েছে: হযরত আবু রাযীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাকে এই বিষয়ের মূলের প্রতি নির্দেশনা দিবো না, যা দ্বারা তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করবে (ব্যস সেই মূল বিষয়টি হলো যে,) তুমি যিকিরকারীদের মজলিশে অংশগ্রহণ করো। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৯২, হাদীস: ৯০২৪)**

উক্ত হাদীসে পাকের আলোকে প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: (যিকিরকারীদের) মজলিশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ওলামায়ে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কামেলীন, সালিহীন, ওয়াছিলীনদের (**আল্লাহ পাকের** নৈকট্যশীল বান্দা) মজলিশ, কেননা এসব মজলিশ জান্নাতের বাগান। যেমনটি; অপর হাদীস শরীফে রয়েছে: এই মজলিস মাদরাসা হোক বা দরসে কুরআন ও হাদীসের মজলিশ কিংবা সূফীয়ায়ে কিরামগণের মাহফিল। এই বাণীটি অত্যন্ত ব্যাপক। যেই মজলিশে **আল্লাহর** ভয়, **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা এবং **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সেই মজলিশ উপকারী।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৬০৩-৬০৪)

তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মা'হোল
না আত্তার তুম ছোড় না মাদানী মা'হোল।

সানুর জায়েগী আখিরাত اِنۡ شَآءَ اللّٰہ
বহুত সখত পচতা'ও গে ইয়াদ রাখো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কলেমায়ে তৈয়্যবা উপকারে আসবে, যতক্ষণ ...

হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "(لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ (مُحَمَّدٌ رَّسُوۡ لُ اللّٰہ" সর্বদা নিজের পাঠকারীকে উপকার পৌঁছাতে থাকবে এবং তার কাছ থেকে আযাবকে দূর করতে থাকবে, যতক্ষণ এর হককে শিথিল মনে করবে না। **সাহাবায়ে কিরাম** عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এর হককে শিথিল মনে করা কী? **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: يَظۡهَرُ الۡعَمَلُ بِمَعَاصِی اللّٰہِ فَلَا يُنۡكَرُ وَلَا يُغَيَّرُ অর্থাৎ ("لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" এর হককে শিথিল মনে করা হলো যে,) **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতামূলক কাজ হতে দেখে তাতে বাধা না দেয়া আর না একে পরিবর্তন করা।

(আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, ৩/১৮৪, হাদীস: ৩৫৩৮)

ইসলামের ৮টি অংশ

হযরত হুযাইফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: ইসলামের **৮টি অংশ** রয়েছে: ﴾১﴿ ইসলাম ﴾২﴿ নামায ﴾৩﴿ যাকাত ﴾৪﴿ রমযানের রোযা ﴾৫﴿ বাইতুল্লাহর হজ্ব ﴾৬﴿ নেকীর দাওয়াত দেয়া ﴾৭﴿ অসৎকাজে বাধা দেয়া এবং ﴾৮﴿ **আল্লাহর** পথে জিহাদ করা। আর ঐ ব্যক্তি সফল নয়, যার মাঝে একটি অংশ নেই। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৯৪, হাদীস: ৭৫৮৫)**

দুনিয়ায়ও শাস্তি পাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সম্প্রদায় ক্ষমতা থাকার পরও গুনাহ সম্পাদনকারীকে তা থেকে বাধা দেয় না, আশঙ্কা রয়েছে যে, সেই বাধা না দেয়া সম্প্রদায় মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

অতএব হযরত জরীর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি কোন সম্প্রদায়ে কোন লোক গুনাহে লিপ্ত হয় এবং সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষমতা থাকার পরও তাকে গুনাহ থেকে বাধা না দেয়, তবে **আল্লাহ পাক** তাদের মৃত্যুর পূর্বেই তাদের উপর **তাঁর** আযাব অবতীর্ণ করবেন। (সুনানে আবু দাউদ, ৪/১৬৪, হাদীস: ৪৩৩৯)

আখিরাতেও শাস্তি হবে, দুনিয়ায়ও শাস্তি হবে

এই হাদীসের পাকের আলোকে "মিরআতুল মানাজীহ" কিতাবে রয়েছে: যেই সম্প্রদায় বা যে দলে কিছু লোক অসৎকাজে লিপ্ত হলো এবং সেই সম্প্রদায় তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকার পরও বাধা দিলো না, তবে তারাও **আল্লাহ**র আযাবের অধিকারী হবে আর এই আযাব তারা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই দেখে নিবে। হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: অসৎকাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবহেলা করা, অন্যান্য অপরাধের তুলনায় ভিন্ন, কেননা অন্যান্য গুনাহের শাস্তি আখিরাতে পাবে আর এই অবহেলার শাস্তি দুনিয়াতেও ভোগ করবে এবং আখিরাতের আযাব তো আছেই। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫০৭)

আপনাদের হৃদয় কাঁপে না!

জান্নাতের চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত নেয়ামতের আবেদনকারী ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের হৃদয় কাঁপে না? আপনাদের মাঝে ভয়ে সঞ্চার হয় না? যে, **আল্লাহ পাক** তো অমুখাপেক্ষী, **তাঁর** কিসের তোয়াক্কা যে, লোক **তাঁকে** সিজদা করবেই করবে, নিঃসন্দেহে যদি সমস্ত সৃষ্টিজগতও **তাঁর** দরবারে নত হয়ে থাকে, তবু **তাঁর** সত্তার প্রতি কারো কোন দয়া নয়।

www.dawateislami.net

আমাদের **তাঁর** অমুখাপেক্ষিতা ও গোপন ব্যবস্থাপনাকে ভয় করা আর **তাঁর** পাকড়াও থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিৎ, দুনিয়ায় আর কতদিন মনের খুশিতে চলবো! মনে রাখবেন! এক না একদিন সবাইকে মরতে হবেই, অন্ধকার কবরে নামতে হবেই আর নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

اَلْمَوْتُ بَابٌ كُلُّ نَفْسٍ دَاخِلُهَا اَلْمَوْتُ قَدَحٌ كُلُّ نَفْسٍ شَارِبُهَا

অর্থাৎ মৃত্যু এমন এক দরজা, যা দিয়ে প্রত্যেকটি প্রাণীকে প্রবেশ করতে হবে এবং মৃত্যু এমন এক সুধা, যা থেকে প্রতিটি মানুষকে পান করতে হবে।

মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেই সময়ে কিরূপ নিঃসঙ্গ হবে, যখন রূহ শরীর হতে পৃথক হয়ে যাবে, তখন কিরূপ অসহায়ত্বের পরিস্থিতি হবে, যখন দামী পোষাক শরীর থেকে খুলে নেয়া হবে, গোসলদাতারা গোসল দিচ্ছে, সুতির কাফন পরানো হচ্ছে, কিরূপ আফসোসের মূহুর্ত হবে, যখন লাশ কাঁধে উঠানো হচ্ছে, হায়! হায়! ঐ দুনিয়া যাকে সাজানোর জন্য আজীবন ছুটাছুটি করেছিলো, যার জন্য রাতের ঘুম বাদ দিয়েছিলো, বিভিন্ন বিপদ উপেক্ষা করেছিলো, হিংসুকদের বাধা-বিপত্তির পরও প্রাণবাজি রেখে সম্পদ উপার্জনে ব্যস্ত ছিলো, সম্পদ বৃদ্ধিতে বিভোর ছিলো, যেই বাড়ি শক্তভাবে নির্মাণ করেছিলো, তাতে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র দ্বারা সাজিয়েছিলো, সেসব কিছু ছেড়ে বিদায় নিতে হচ্ছে। হায়! দামী পোষাক হ্যাঙ্গারে ঝুলানো রয়ে যাবে, কার গ্যারেজে দাঁড়িয়ে থাকবে, খেলাধূলার সরঞ্জাম, বিলাসিতার আসবাব ও বিভিন্ন ধরনের মালামাল যেখানে আছে

www.dawateislami.net

সেখানেই পড়ে থাকবে। ঐ সময় **মৃতব্যক্তির অসহায়ত্ব** শেষসীমায় পৌঁছে যাবে, যখন তাকে আলো ঝলমলে অস্থায়ী আনন্দে মুচকী হাসা নশ্বর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ঘর থেকে বের করে অন্ধকার কবরে স্থানান্তরিত করার জন্য তার প্রিয়জনরা তাকে কাঁধে উঠিয়ে কবরস্থানের দিকে রাওয়ানা হবে।

আ'লমে ইনকিলাব হে দুনিয়া চন্দ লমহো কা খোয়াব হে দুনিয়া
ফখর কিউঁ দিল লাগায়ে ইস সে নেহী আচ্ছি, খারাব হে দুনিয়া

কবরের হৃদয়-কাঁপানো নেকীর দাওয়াত

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একটি জানাযার সাথে কবরস্থানে গমন করলেন, সেখানে একটি কবরের পাশে বসে গভীর ভাবনায় মগ্ন হয়ে গেলেন, কেউ আরয করলো: হে আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! আপনি এখানে কেনো একা বসে আছেন? বললেন: এইমাত্র একটি কবর আমাকে ডেকে বললো: হে ওমর বিন আব্দুল আযীয (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)! আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন না যে, আমি আমার ভেতরে আগতদের সাথে কিরূপ আচরণ করি? আমি সেই কবরটিকে বললাম: আমাকে অবশ্যই বলো। সে বলতে লাগলো: যখন কেউ আমার ভেতর আসে তখন আমি তার **কাফন ছিঁড়ে** শরীরকে টুকরো টুকরো করে দেই এবং তার মাংস খেয়ে নিই। আপনি কি আমার নিকট এটা জিজ্ঞাসা করবেন না যে, আমি তার জোরাগুলোর সাথে কি করি? আমি বললাম: তাও বলো। তখন বলতে লাগলো: "হাতের তালুকে কব্জি থেকে, হাঁটুকে গোড়ালী থেকে আর গোড়ালীকে পা থেকে আলাদা করে দেই।" এতটুকু বলার পর হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন, যখন কিছুটা শান্ত হলেন, তখন কিছুটা এরূপ শিক্ষণীয়

www.dawateislami.net

"মাদানী ফুল" ছড়াতে লাগলেন: হে ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুনিয়ায় আমরা খুবই অল্প সময় অবস্থান করবো, যারা এই দুনিয়ায় ক্ষমতাবান তারা (আখিরাতে) খুবই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে, যারা এই দুনিয়ায় সম্পদশালী তারা (আখিরাতে) ফকির হবে। এর যুবক বৃদ্ধ হয়ে যাবে ও যারা জীবিত তারা মারা যাবে। দুনিয়ার তোমাদের দিকে আসা যেনো তোমাদের ধোঁকায় ফেলে না দেয়, কেননা তোমরা জানো যে, এটি খুব শীঘ্রই বিদায় হয়ে যায়। কোথায় গেলো কুরআন তিলাওয়াতকারীরা! কোথায় গেলো বাইতুল্লাহর হজ্ব পালনকারীরা! কোথায় গেলো রমযান মাসের রোযা পালনকারীরা! মাটি তাদের শরীরের কি অবস্থা করে দিয়েছে? কবরের পোকারা তাদের মাংসের কি পরিনতি করেছে? তাদের হাঁড় ও জোরাগুলোর সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে? **আল্লাহ**র শপথ! যেই (বেআমল) দুনিয়ায় আরামদায়ক নরম নরম বিছানায় থাকতো কিন্তু এখন নিজের পরিবার ও দেশকে ছেড়ে প্রশান্তির পর সংকীর্ণতায় রয়েছে, তাদের সন্তানেরা পথে পথে ঘুরছে, কেননা তাদের স্ত্রীরা আবারো বিয়ে করে ঘর সাজিয়ে নিয়েছে, তাদের আত্মীয়রা তাদের জায়গা জমি দখল করে নিয়েছে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি পরস্পর বন্টন করে নিয়েছে। **আল্লাহ**র শপথ! এদের মাঝে কিছু সৌভাগ্যবানও রয়েছে, যারা কবরে আনন্দে রয়েছে আর কিছু এমন রয়েছে যারা কবরের আযাবে গ্রেফতার।

আফসোস! শত কোটি আফসোস! হে নির্বোধ! যারা আজ মৃত্যুর সময় কখনো নিজের পিতার, কখনো নিজের সন্তানের তো কখনো নিজ ভাইয়ের চোখ বন্ধ করে দিচ্ছে, তাদের মধ্যে কাউকে গোসল দিচ্ছে, কাউকে কাফন পরিয়ে দিচ্ছে, কারো লাশ কাঁধে উঠিয়ে নিচ্ছে, আবার

www.dawateislami.net

কাউকে কবরের সংকীর্ণ ও অন্ধকার গর্তে দাফন করছে। (মনে রাখবে! কাল এসব কিছু তোমার উপরও হবে) হায়! আমি যদি জানতাম যে, কোন গালটি (কবরে) সর্বপ্রথম পঁচবে, অতঃপর হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাঁদতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন আর এক সপ্তাহ পর এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন।

(আর রওযুল ফায়িক, ১০৭ পৃষ্ঠা)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **"ইহইয়াউল উলুমে"** উদ্ধৃত করেন: ওফাতের সময় হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুখে এই আয়াতে করীমা জারি ছিলো:

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۸۳﴾

(পারা ২০, সূরা কাসাস, আয়াত ৮৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এই আখিরাতের আবাস, আমি তাদেরই জন্য নির্ধারিত করি যারা পৃথিবীতে অহংকার চায় না আর অশান্তি চায় না চায় এবং পরকালের উত্তম প্রতিদান খোদাভীরুদেরই।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)

ইয়াদ রাখ হার আ'ন আখির মউত হে
বন তু মত আনজান আখির মউত হে
মরতে জা'তে হে হাজারোঁ আদমি
আ'কিল ও নাদান আখির মউত হে
কিয়া খুশী হো দিল কো চান্দে যিসত সে
গমযাদা হে জান আখির মউত হে
মুলকে ফানী মে ফানা হার শেয় কো হে
সুন লাগা কর কান আখির মউত হে
বার হা ইলমি তুঝে সমঝা চুকে
মান ইয়া মত মান আখির মউত হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সম্মানিতকে অপদস্থ করে দেয়া হয়

হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: কোন সম্প্রদায়ে সম্মানিত লোকেরা এরূপ অসৎকাজকে বাধা দেয় না, যা বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে, তবে **আল্লাহ পাক** তাদেরকে অপদস্ত করে দেন।

(তানবীহুল মুগতররীন, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

কান কাটা বধির

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যে ব্যক্তি শুনলো যে, অমুক ব্যক্তি অসৎকাজে (গুনাহে) লিপ্ত হয়েছে, অতঃপর (ক্ষমতা থাকার পরও) সে ঐ গুনাহ সম্পাদনকারীকে বাধা দেয় না, তবে কিয়ামতের দিন সে **কান কাটা বধির হবে।** **(প্রাগুক্ত)**

গুনাহে বাধা না দেয়া কখন গুনাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত উভয় রেওয়ায়াত ভালোভাবে অনুধাবন করুন! গুনাহ সম্পাদনকারীকে ক্ষমতা থাকার পরও গুনাহ থেকে বিরত না করাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতে "কান কাটা বধির" অবস্থায় উঠানোর সতর্কবার্তা রয়েছে, এই মাসআলাটি মনে গেঁথে নিন, যখন কেউ গুনাহ করছে আর প্রত্যক্ষদর্শীর প্রবল ধারণা যে, আমি নিষেধ করলে, বিরত থাকবে, তবে এমতাবস্থায় নিষেধ করা **ওয়াজিব** হয়ে যাবে, যদি নিষেধ না করে তবে গুনাহগার ও জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হবে। মানুষ প্রায় প্রতিদিনই এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকে যে, অনেকে অজ্ঞতার কারণে বা উদাসীনতার কারণে "অহেতুক গুনাহ" করছে, এখন যদি চিন্তা করা হয় তবে প্রায় এরূপ মানসিকতা তৈরী হয় যে, অমুককে

www.dawateislami.net

বুঝালে তবে মেনে নিবে। কিন্তু মানুষ অলসতা বা লজ্জা ও মানবিকতার কারণে নিষেধ করা থেকে বিরত থাকে আর এভাবে গুনাহগার ও জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হয়ে যায়। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হলো যে, **নাজায়িয আংটি** পরিধারনকারী, গলায় ধাতব (METAL) শিকল (CHAIN) পরিধানকারীকে যখন বুঝানো হয় তখন অধিকাংশরাই সাথেসাথেই খুলে নেয়, অনেকে তো প্রবল উৎসাহে এসে সোনার চেইন পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলতে দেখেছি! ঠিক আছে প্রত্যেকেই এমন করে না আর প্রত্যেকেরই অপরের উপর এমন প্রভাবও পড়ে না, কিন্তু যে প্রভাবময় ব্যক্তিত্ব হয় তার জন্য এরূপ গুনাহ থেকে নিষেধ করা কঠিন নয় এবং গুনাহ সম্পাদনকারীর মেনে নেয়ার প্রতি প্রবল ধারণা হওয়া অবস্থায় তো নিষেধ করা **ওয়াজিব** হয়ে যাবে।

স্বর্ণের আংটি পুরুষের জন্য হারাম

শাহজাদায়ে আ'লা হযরত, তাজেদারে আহলে সুন্নাত, হুযুর মুফতিয়ে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ ধরনের ব্যাপারে খুবই সক্রিয় (ACTIVE) ছিলেন। অতএব "মুফতিয়ে আযম কি ইস্তিকামত ও কারামত" কিতাবের ১৪৬ পৃষ্ঠায় রাইসুল কলম হযরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত রয়েছে: তাঁর (অর্থাৎ মুফতিয়ে আযম হিন্দ) জন্য সববচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক দৃশ্য ছিলো, যখন তিনি কোন মুসলমানকে ইসলামী শরীয়াতের বিপরীত কোন কাজ করতে দেখতেন। اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (অর্থাৎ নেকীর আদেশ দেয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করা) এর **ফরয** আদায় করার সময় তিনি ছোট-বড়, ধনী-গরীব এবং রাজা-প্রজা এদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর দরবারের সাধারণ নিয়ম

www.dawateislami.net

ছিলো যে, বড় থেকে বড় কোন ধনী হোক বা উচ্চ থেকে উচ্চ পদস্থ কোন অফিসার, তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় যদি তাদের আঙ্গুলে **স্বর্ণের আংটি** থাকতো তবে তিনি সাথেসাথেই তা খুলিয়ে নিতেন আর নিতান্তই বিনম্র ও ভালোবাসা সহকারে তাদের জানিয়ে দিতেন যে, শরীয়াতে মুহাম্মদী (عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) অনুযায়ী পুরুষের জন্য (অনেক ক্ষেত্রে) স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। অতঃপর মন জয় করার জন্য মিষ্টি ভাষায় বলতেন: কিছু গুনাহ কয়েক মূহুর্তের বা এক দুই ঘন্টার জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু **স্বর্ণের আংটি**র গুনাহ এমন যে, যতক্ষণ পরিধান করা অবস্থায় থাকবে, লাগাতার গুনাহই গুনাহ। (আংটির ব্যাপারে বিস্তারিত আহকাম এই অধ্যায়ের শুরুর দিকে দেখুন)

মুফীতয়ে আযম সে হাম কো পেয়ার হে
اِنْ شَآءَ الله আপনা বেড়া পার হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বানর ও শুকরের আকৃতিধারী

বে নামাযী, গালমন্দকারী, গীবত ও চুগোলখোরীর অভ্যস্ত, সিনেমা নাটকের দর্শক এবং বিভিন্ন ধরনের গুনাহের আবর্জনায় আচ্ছাদিতদের সাহচর্যে থাকা ও ক্ষমতা থাকার পরও তাদেরকে গুনাহে বাধা না দেয়া ব্যক্তিদেরকে ভয় করা উচিৎ, কেননা **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতের আয়ত্বে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রাণ! আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক তাদের কবর থেকে **বানর** ও **শুকরে**র আকৃতিতে উঠবে, এরা হবে

www.dawateislami.net

সেসব লোক যারা গুনাহগারদের সাথে সম্পর্ক রাখতো আর ক্ষমতা থাকার পরও তাদেরকে গুনাহ থেকে নিষেধ করেনি। (তাফসীরে দুররে মনসুর, ৩/১২৭)

বানর ও শুকরের মতো চেহারা

অনুরূপ ভাবে চেহারা পাল্টে যাওয়া অর্থাৎ বিগড়ে যাওয়া সম্পর্কিত আরো একটি রেওয়ায়াত পড়ুন আর আতঙ্কিত হোন। অতএব হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এই উম্মতের মধ্যে কিছু লোক কিয়ামতে **বানর ও শুকরের** আকৃতিতে উঠবে, কেননা তারা অবাধ্যদের সাথে মেলামেশা করতো আর তাদেরকে (গুনাহ থেকে) বাধা দিতো না, অথচ তারা তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখতো। এই রেওয়ায়াত উদ্ধৃতি করার পর হযরত আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব শারানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি বলছি যখন **অবাধ্যদের** সাথে মেলামেশাকারীদের এই অবস্থা হয়, যারা নিজেরা উদাসীন নয় এবং গুনাহে লিপ্তও নয়, তবে স্বয়ং সেসব লোকদের কি অবস্থা হবে, যাদের অঙ্গ গুনাহ থেকে বিরত থাকে না! আমরা **আল্লাহ পাকের** নিকট **তাঁর** দয়া প্রার্থনা করছি। (তানবীহুল মুগতাররীন, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

আজ চেহারার ব্রণ তো ভাবিয়ে তুলছে কিন্তু....

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুটি বর্ণনা পাঠ করে কি আপনাদের কোনরূপ উদ্বেগ হয়নি? ভাবুন তো একবার! আজ যদি কারো চেহারায় ব্রণ বের হয়ে এলো বা কোন দাগ দেখা গেলো, তবে সে ডাক্তারের কাছে চলে যাবে অর্থাৎ মানুষ নিজের চেহারার রং রূপে সামান্য আর তাও অস্থায়ী ত্রুটিও সহ্য করতে পারে না, তবে ভাবুন তো যে, গুনাহ সম্পাদনকারীকে দেখে এই ধারণা প্রবল হওয়ার পরও যে, বুঝালে তবে মেনে নিবে, তবুও

www.dawateislami.net

তাকে সেই গুনাহ থেকে বাধা না দেয়ার কারণে যদি কাল কিয়ামতে مَعَاذَ الله আকৃতি বিকৃত হয়ে **বানর** ও **শুকুরে**র মতো হয়ে যায়, তবে কি অবস্থা হবে! এটা তো গুনাহ থেকে বাধা না দেয়া ব্যক্তিদের সাহচর্যের অবস্থা আর যে স্বয়ং গুনাহ করছে, তার তো জানিনা কি পরিণতি হবে!

আমার অন্ধকার পথ আলোকিত হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাতুল ফেরদৌস অর্জন করতে আর অপরকেও এই পথে আনতে, জাহান্নামের আযাব থেকে নিজেকে বাঁচাতে এবং অপরকেও এর ভয় প্রদর্শন করতে **নেকীর দাওয়াতে**র দ্বীনি কাজে সর্বদা লেগে থাকুন। প্রতিদিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেও **নেক আমলে**র পুস্তিকা পূরণ করুন এবং অপরকেও এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন, নিজেও প্রতিমাসে কমপক্ষে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং অপরকেও এর দাওয়াত দিন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি **মাদানী বাহার** উপস্থাপন করছি: **হাফেযাবাদে**র (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছিলাম। সিনেমা নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা এবং অশ্লীল বই পড়া আমার নিত্যদিনের কাজ ছিলো। আমার মাথায় ঘুরে বেড়ানোর এমন ভূত চেপে ছিলো যে, সারারাত ঘরের বাইরে খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে জীবনের অমূল্য মূহুর্তগুলো নষ্ট করছিলাম, আমি আমার এমন আচরণ দ্বারা পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করে রেখেছিলাম। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আমার বড় ভাইজান প্রতিমুহূর্তে আমার সংশোধনের চেষ্টা করতেন কিন্তু তার উপদেশমূলক কথাবার্তায় আমল করা তো দূর, আমি প্রথম থেকেই তাঁর

www.dawateislami.net

কথা শুনার জন্য প্রস্তুতই হতাম না। ভাইজান ধারাবাহিকতার সাথে চেষ্টা করতে থাকেন। অবশেষে তাঁর চেষ্টা সফলতার মুখ দেখলো। একদিন হঠাৎ মনোযোগ তাঁর মিষ্টি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো, **খোদাভীতি**তে নিমজ্জিত তাঁর কথা শুনে প্রভাবিত হয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার চোখ থেকে অলসতার পর্দা সরে গেলো, **খোদাভীতি** আমার অন্তরে ভর করলো। আমি সাথেসাথেই আমার ভাইয়ের সামনে সকল গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করলাম এবং ইসলামী জীবন গড়ার সংকল্প করে নিলাম, **আল্লাহ পাকে**র রহমতে ভাইজানের সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হতে থাকে, আর এর বরকতে আমার জীবনের অন্ধকার পথ আলোকিত হতে থাকে। ভাইজান সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার মানসিকতা দিলেন তখন তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাকে কার্যত রূপায়িত করে এই লিখাটি লিখার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰه একত্রে ২৬ মাসের মাদানী কাফেলার মুসাফির হিসাবে রয়েছি। এসব কিছু একজন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ অর্থাৎ আমার প্রিয় বড় ভাইজানের ধারাবাহিকভাবে করা একক প্রচেষ্টার সুফল, যা আমার মতো দ্বীন থেকে কার্যতঃ অনেক দূরত্বে অবস্থানকারী গুনাহগার মানুষ এখন নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছি।

তুমহে লুতফ আ'জায়ে গা যিন্দেগী কা — করিব আ'কে দেখো ওরা মাদানী মা'হোল
নবী কি মুহাব্বত মে রোনে কা আন্দাজ — চলে আও সিখলায়ে গা মাদানী মা'হোল

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! অবশেষে বড় ভাইয়ের বিরামহীন **একক প্রচেষ্টা** সুফল বয়ে আনলো এবং ছোট ভাই গুনাহের চোরাবালি থেকে বের হয়ে **২৬ মাসের মাদানী কাফেলা**র মুসাফির হয়ে গেলো। প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিৎ, তারা যেনো ঘরে ও বাইরে সর্বত্র অপরকে নেক বানানোর জন্য অধিকহারে একক প্রচেষ্টা করতে থাকে এবং সাওয়াব অর্জন করতে থাকে, এই দ্বীনি কাজটি কখনোই বাদ না দেয়। **একক প্রচেষ্টা তো যেনো স্বর্ণের খনি, যতই খনন করবে, ততই স্বর্ণ বের হতে থাকবে** অর্থাৎ একক প্রচেষ্টা যতই বেশি হবে, ততই সাওয়াবও বেশি হবে তো ব্যস "সাওয়াবের স্বর্ণ" জড়ো করতে থাকুন, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি **আল্লাহ পাক** তোমাদের মাধ্যমে কোন একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য কাছে **লাল উট** থাকার চেয়ে উত্তম। (মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪০৬) যদি আপনার মাধ্যমে কেউ হেদায়াত পেয়ে যায় এবং দ্বীনি পরিবেশে এসে যায়, তবে এর সাওয়াব তো আরও বৃদ্ধি হলো অর্থাৎ কেউ **মাদানী কাফেলা**র মুসাফির হলো এর সাওয়াব আলাদা এবং যদি কেউ **নেক আমল** এর আমলকারী হয়ে গেলো, তবে তো আপনার জন্য সোনায় সোহাগা হয়ে গেলো! ব্যস যতজনের সংশোধনের মাধ্যম আপনি হবেন, ততই আপনার জন্য সাওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ব্যস **নেকীর দাওয়াত** দিতে থাকুন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ অর্থাৎ নিশ্চয় নেকীর পথ প্রদর্শনকারী নেকী সম্পাদনকারীর মতোই।

(তিরমিযী, ৪/৩০৫, হাদীস: ২৬৭৯)

www.dawateislami.net

জান্নাতি হে ওহ জু সুন্নাত কে খোদ কো চাঁছে মে ডালকে রাখা হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিপালক! **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায় আমাদেরকে নিজে নেকীর করে অপরকেও নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে অপরকেও গুনাহ থেকে বিরতকারী বানাও, **হে আল্লাহ পাক!** আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার দান করো এবং সেখানে **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মু'আফ ফযল ও করম সে হো হার খ'তা ইয়া রব
হো মাগফিরাত পায়ে সুলতানে আম্বিয়া ইয়া রব
বিলা হিসাব হো জান্নাত মে দাখেলা ইয়া রব
পরোস খুলদ মে সরওয়ার কা হো আ'তা ইয়া রব
নবী কা সদকা সদা কে লিয়ে তু রাজি হো
কাভী ভী হোনা নারাজ ইয়া খোদা ইয়া রব

(ওয়াসাইলে বখশীশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সাপ্তাহের রিসালা

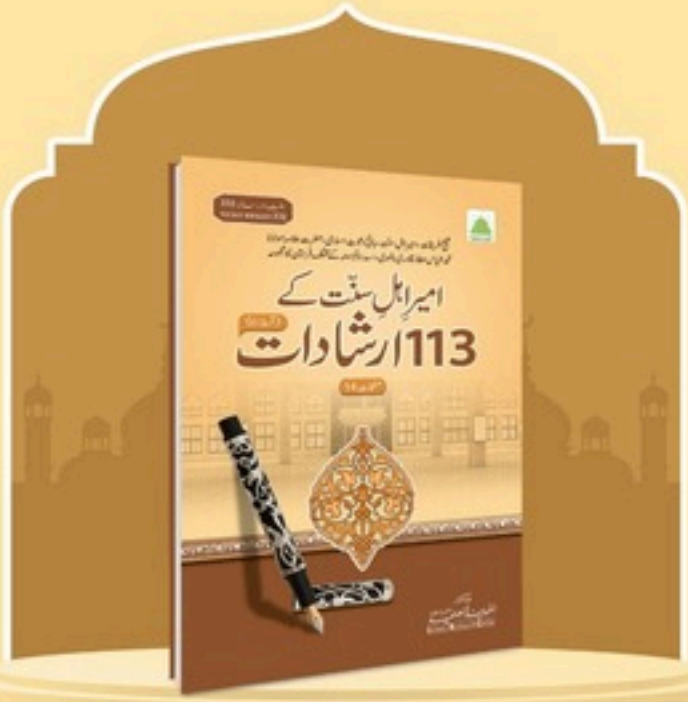

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net